‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই

নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে দুই লাখ ছাড়াল করোনা রোগীর সংখ্যা

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৭০৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়াল। এখন মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখ দুই হাজার ৬৬ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৪ জন। এনিয়ে দেশে মোট মারা গেলেন দুই হাজার ৫৮১ জন।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৯২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৩৭৩ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ১০ হাজার ৯৮ জন।

গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্তে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৩,৪৬০টি। এরমধ্যে নতুন শনাক্ত হয়েছিলেন ৩,০৩৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ১,৯৯,৩৫৭ জন। আর গতকাল আরও ৫১ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫৪৭ জন। এছাড়া গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১,৭৬২ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৭২৫ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সূত্র- কালের কণ্ঠ

লাদাখে সত্যিই পিছিয়েছে চীনা সেনা? ১০ দিনে খতিয়ে দেখবে ভারত

লাদাখে সত্যিই কতটা পিছিয়ে গেল চীনা সেনা? আগামী ১০ দিন ধরে তা খতিয়ে দেখবে ভারত। চীনের তৈরি বাঙ্কার, তাঁবু ও অন্যান্য নির্মাণ কতটা চীনা বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে, তা খতিয়ে দেখ ভারতীয় সেনা।

চীন ও ভারতের মধ্যে পরবর্তী সেনা কমান্ডার স্তরের বৈঠকের আগে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে ভারত।

জুলাই মাসের শুরু থেকেই লাদাখের প্যাংগং লেকের ধার থেকে পিছাতে শুরু করেছে চীন। এই পিছিয়ে যাওয়ার কাজ সম্পূর্ণ বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনার তরফে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়, ‘ভারত ও চীন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং বিভিন্ন স্তরে ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে।’

এর পরেই ভারতীয় সেনার ১৪ কর্পস কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরিন্দর সিং এবং চীনের সাউথ জিনজিয়াং মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট চিফ মেজর জেনারেন লিউ লিনের মধ্যে পঞ্চম দফার বৈঠক হবে। এই বৈঠকের পরই চীনের পুরোপুরি পিছিয়ে যাওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক বিশেষ সূত্রে জানানো হয়েছে, ‘পিপলস লিবারেশন আর্মি গত ১৪ জুলাই চতুর্থ দফার বৈঠকের পরেই প্যাংগং এবং গোগরা-হট স্প্রিং এলাকা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ইচ্ছে প্রকাশ

করে। তবে রাজনৈতিক -সেনা হায়ারার্কি এর সঙ্গে জড়িত। তাই কাজে কতটা ফলপ্রসু হয় সেদিকেই এখন আমাদের নজর রয়েছে। ’

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনার তরফে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়, ‘ভারত ও চীন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং বিভিন্ন স্তরে ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে। ’ ১৪ জুলাই দুই দেশের বৈঠকের ফল কী হল, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চায়না স্টাডি গ্রুপ আলোচনায় বসে। এই গ্রুপে আছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং সেনা প্রধান জেনারেল এমএম নারাভানে। এই গ্রুপের আলোচনার পরেই এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

ভারত চায় চীনা সেনা যেন অন্তত আট কিলোমিটার পিছিয়ে যায়। ফিংগার ৮ পর্যন্ত যাতে চীন পিছিয়ে যায় তেমনই চেষ্টা করছে ভারত। ভারতীয় সেনাও পশ্চিম দিকে ফিংগার ২ এবং ফিংগার ৩ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সেনাকে পেট্রলিং পয়েন্ট ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ -র দিকে যেতে যে ভাবে চীনা সেনা বারবার বাধা দিচ্ছে, সেটাও ভারতের পক্ষে চিন্তার বিষয়। এই পেট্রলিং পয়েন্ট ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ ডেপসাং প্লেইন নামে পরিচিত। গালওয়ানের উত্তরে এই এলাকা টেবিলের মাথার মতো দেখতে। ভারত চায় ডেপসাং এলাকায় দুই দেশের সেনা একে অন্যের পেট্রোলিং -এ বাধা দেবে না।

সূত্র : এইসময়।

ঈদের ছুটিতে গণপরিবহন চলবে : সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে গণপরিবহন চলাচল করবে। সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঈদে গণপরিবহন চলাচল বিষয়ে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদে গণপরিবহন চলাচল নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আমি দেশবাসীকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই, আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী গণপরিবহন চলাচল করবে। তবে প্রতি বছরের ঈদযাত্রার মতো ভারী পরিবহন তিনদিন আগে বন্ধ থাকবে। এরমধ্যে জরুরি সার্ভিস, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন, পচনশীল দ্রব্য ছাড়াও ওষুধ, গার্মেন্টস সামগ্রী ও পশুবাহী গাড়ি নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত জানাবে বলে তিনি জানান।

আরো পড়ুন: দেশে বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করবো: প্রধানমন্ত্রী

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদযাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছি। না হয় ঈদের আনন্দ অচিরেই বিষাদে রূপ নিতে পারে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ ঝুঁকিতে পৌঁছে যাবে বলে ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলন, আসুন আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করি। স্বাস্থ্যসুরক্ষা, নিজেদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। আমরা ঘরে অবস্থান করি। যার যার কর্মস্থলে অবস্থান করি। এটাই সবার কাছে প্রত্যাশা। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত, ৮ জনের মৃত্যু

বন্যায় এখন পর্যন্ত দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পদ্মা অববাহিকা এলাকায় পানি বাড়বে।

তিনি জানান, প্লাবিত জেলাগুলোর উপজেলা ৯২টি ও ৫৩৫টি ইউনিয়নে

বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন। বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন। পানিবন্দি ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবার।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. মোহসীন উপস্থিতি ছিলেন।
বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। যেসব নদীর পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি স্থিতিশীল রয়েছে। অপরদিকে যমুনা নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমতে শুরু করবে এবং যমুনা নদীর পানি স্থিতিশীল হবে।

তিনি বলেন, গঙ্গা-পদ্মার নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এ পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কুশিয়ারা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনার প্রধান নদীগুলোর পানি কমছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। ‘আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে।’

বন্যায় আক্রান্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ৩০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

বন্যায়র কারণে সরকার ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এরমধ্যে বর্তমানে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার নির্দেশে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ধানকাটা শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাট, ডাল ও শাক সবজির ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

প্রতিমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে বলেন, আক্রান্ত এলাকায় চার হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ এবং এক কোটি ৯১ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৮২২ প্যাকেট। শিশুখাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ ও পশু খাদ্যের জন্য ২১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার সুযোগ নেই’

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানদের সাথে ‘ভার্চুয়াল’ আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ অনেক কাজেই এই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া করোনাকালীন কিছু ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কাজ হলেও আমাদেরকে অধিক সর্তকতা ও

গতিশীলতার সাথে কাজ করতে হয়েছে। এই সংকটকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল মন্ত্রণালয়, তাই এই মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম’ এর সাথে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে। ফলে আমরা এই সংকটকালীনও অনেক নিরাপদে থেকে কাজ করে যেতে পারছি। তিনি বাংলাদেশকে এই সক্ষমতার জায়গায় আনতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সারা বিশ্ব যখন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে জনগণকে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থবহভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) এর মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে ২২ লাখ মানুষ, ৮ জনের মৃত্যু

সম্প্রতি দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বন্যায় এখন পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন মানুষ।

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সচিবালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বন্যায় ১৮টি জেলার ৯২ উপজেলার ৫৩৫টি ইউনিয়ন দুর্গত হয়েছে। ২২ লাখ ২৬ হাজার ৪৭২ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজনের মৃত্যু হয়েছে বন্যাজনিত কারণে।

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেখানে ২০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় পেয়েছে। ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করা হলেও এর মধ্যে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

কভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে ডা. এনামুর রহমান বলেন, এই খবার তৈরি ও বিতরণের কাজে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সব জেলায় ধান কাট শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পাট, ডাল ও শাকসবজির কিছু ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আমন ধানের বীজতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষতি সামলাতে কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরে এনামুর বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে, যেসব নদীন পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

গঙ্গা ও পদ্মার পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টা বেড়ে এরপর কমার পূর্বাভাস রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর পানি কমছে। ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। গাইবান্ধ, বগুড়া, জামালাপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।

তবে আগামী এক দিনে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

আদালতে নিজেকে করোনা রোগী দাবি করল রিজেন্ট সাহেদ

আদালতের কাঠগড়ায় নিজেকে করোনা রোগী দাবি করেছেন রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ করিম ওরফে রিজেন্ট সাহেদ। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি নিজেও করোনা রোগী। আমার বাবা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। একমাত্র আমিই বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা দেই। আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তোলা হলে রিমান্ড শুনানির মাঝখানে বিচারককে তিনি এসব কথা বলেন।

এদিন সকালে পুলিশ মো. সাহেদ ও রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনার

পরিচালক মাসুদ পারভেজকে মুখ্য মহানগর হাকিমের উপস্থাপন করে রিমান্ডের আবেদন করে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন তার কিছু বলার আছে কিনা। তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী দাবি করে এসব কথা বলেন।

এর আগে মো. সাহেদ ও মাসুদ পারভেজকে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেধে সকালে আদালতে নেয়া হয়। এ সময় তাদের মাথায় হেলমেট ও গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছিল।

এরপর উত্তরা পশ্চিম থানার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা এসএম গাফফারুল আলম রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ ও এমডি মাসুদ পারভেজকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। একই মামলার আরেক আসামি তরিকুল ইসলাম ওরফে তারেক শিবলীকে পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আবার ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন একই তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে বিচারক সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে বুধবার ভোরে রিজেন্ট সাহেদকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক করে র্যাব। র্যাবের দাবি, তিনি নৌকাযোগে নদী পার হয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।

নৌকায় ওঠার ঠিক আগ মূহুর্তে নদীর পাড় থেকেই তাকে গ্রেফতারের কথা জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার।

গ্রেফতারের পর তাকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় ও ঢাকার উত্তরায় তাকে নিয়ে একটি অভিযান চালায় র্যাব।

পরে ব্রিফিংয়ে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঢাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সাহেদের একটি অফিস থেকে তারা জাল টাকা উদ্ধার করেছেন।

বুধবার বিকালেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে র্যাব।

টেস্ট না করেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে গত ৭ জুলাই সিলগালা করে দেয়া হয়েছে ঢাকার উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান কার্যালয়।

সে সময় থেকেই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. সাহেদ পলাতক ছিলেন।

রিজেন্ট হাসপাতাল ও গ্রুপের মালিক ও এমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রতারণার মামলায় এর আগে আরও ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

২ লাখ ছুঁই ছুঁই সংক্রমণ

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপট কমছে না কিছুতেই। দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে। করোনাভাইরাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা আরও একটি ছয় অংকের (লাখ) কোটা পার করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সবশেষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এতে করে দেশে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয়।

দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন ২ হাজার ৪৯৬ জন। মোট শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩২৩ জনের।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৪০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬৩ জন।

গতকাল বুধবার দেশে করোনায় সংক্রমিত ৩ হাজার ৫৩৩ জন শনাক্ত হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। মারা গিয়েছিলেন ৩৩ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৮৯ টি নমুনা পরীক্ষা করে ভাইরাসটির সংক্রমণ পাওয়া গেছে আরও ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে।

গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে

আক্রান্ত রোগী বাংলাদেশে প্রথম ধরা পড়ে ৮ মার্চ।প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

প্রথম শনাক্তের পর দেশে করোনারোগী সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ায় ২ জুন। এরপর করোনার সংক্রমণ বেশি দ্রুততর হয়েছে।

গত ১৮ জুন দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। সেখান থেকে তা দেড় লাখে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৪ দিন; ২ জুলাই দেশে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৭৭ জন।

বাকি সাত দিনে শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ায় পৌনে দুই লাখ। ৯ জুলাই দেশে কেরোনা রোগী ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৪ জন। সেখান থেকে এক সপ্তাহে পৌঁছাল ১ লাখ ৯৬ হাজারে।

মৃত্যুর সংখ্যাও সময়ের সঙ্গে বাড়ছে দেশে। চব্বিশ ঘণ্টায় ৩৯ জনসহ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৯৬ জনে।

সূত্র- যুগান্তর

সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ

এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন